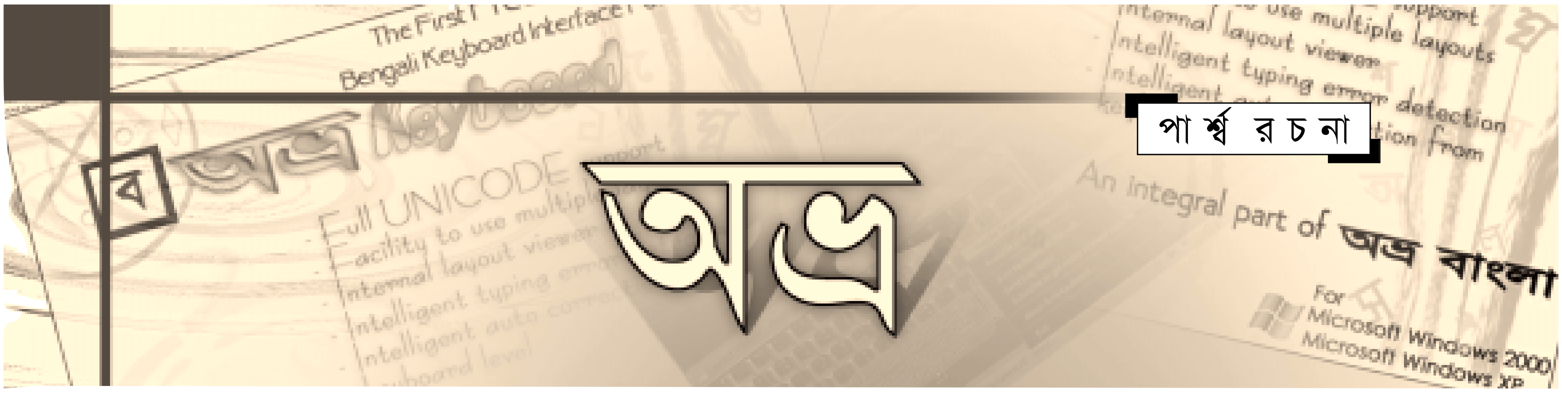

ইউনিকোড ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ বাংলা কী-বোর্ড

শুরুর কথা

বাংলাদেশে কম্পিউটার ব্যবহারের ইতিহাস দু'দশকের হলেও বাংলা ভাষায় কম্পিউটার ব্যবহারের ইতিহাস এখনো লেখাই হয় নি। কেননা, বাংলা ভাষায় কম্পিউটিং আদৌ শুরু হয় নি। এদেশের প্রায় সমস্ত লোকের মুখের ভাষা বাংলা হলেও কম্পিউটার কথা বলে ইংরেজিতে। ফলে গত বিশ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে কম্পিউটারের ব্যবহার হয় নি। যা হয়েছে তা খুবই সীমিত পর্যায়ে মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভেতরে। কিন্তু কম্পিউটারের সর্বোচ্চ সুফল পেতে হলে, একে মানুষের কাছে নিয়ে আসতে হলে বাংলায় কম্পিউটারের ব্যবহার প্রবর্তন অত্যাবশ্যক।

এই কাজটি অবশ্য একদল স্বেচ্ছাসেবক 'বায়োস' নামের একটি সংগঠনের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই শুরু করেছে। তারা ওপেন সোর্সের আওতায় লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে বাংলা চালু করেছে। এবং লিনাক্সে বাংলা লেখার জন্য ইউনিকোডের স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে এমন কী-বোর্ড ইউনিবাংলা প্রবর্তনও করেছে। কিন্তু উইন্ডোজের জন্য এমনটি আদৌ হয় নি। অথচ বাংলাদেশের নব্বই শতাংশ কম্পিউটার ব্যবহারকারীরই প্রথম পছন্দ উইন্ডোজ। যদিও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের কী-বোর্ডকে ইউনিকোড সমর্থিত বলে দাবি তুলেছে— তারপরও এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সেগুলো শতভাগ ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে না।

আমাদের দেশে গত বিশ বছরে একাধিক বাংলা কী-বোর্ড এসেছে। এরমধ্যে আবার অনেকগুলো বেমালুম গায়েবও হয়ে গেছে। অন্যদিকে কম্পিউটারের জন্য প্রবর্তিত বাংলা কী-বোর্ড বিজয় ইউনিকোড সমর্থিত না হলেও আমাদের দেশের ব্যবহারকারীদের কাছে সবচে' বেশি সমাদৃত। অথচ, কারিগরি দিক থেকে প্রশিকাশব্দ, লেখনী এরা কেউই বিজয় থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। কিন্তু বিজয়ের কপি প্রটেকশন না থাকায় বছরে পর বছর মানুষ বিনা দ্বিধায় এটাকে বে-আইনীভাবে কপি করেছে। আর এটিই বিজয়ের জনপ্রিয়তার বড় কারণ। বিজয়ের এই বিপুল জনপ্রিয়তার কাছে নতি স্বীকার করেছে বলেই পরবর্তীতে বহু বছর কেউ আর বাংলায় কী-বোর্ড প্রবর্তন করতে উৎসাহী হয় নি। কিন্তু পরবর্তীতে ইউনিকোড ক্যারেক্টার সেটে বাংলা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং সেই ক্যারেক্টার সেটের সাথে বিজয় কী-বোর্ডের বড় ধরনের অমিল থাকায় দেশী প্রোগ্রামাররা নতুন করে উৎসাহ পান ইউনিকোড সমর্থিত বাংলা কী-বোর্ড প্রণয়নের। এই উৎসাহকে আরো গতিশীল করে বিজয় কর্তৃপক্ষের কী-বোর্ড লে-আউট পরিবর্তন না করে তাতে ইউনিকোড সমর্থন দেবার সিদ্ধান্ত। তবে, ইতোমধ্যে যেসব কী-বোর্ড বাজারে এসেছে, তার কোনোটাই শতভাগ ইউনিকোড সমর্থিত নয়। কোনো কোনোটিতে শুধুমাত্র ইউনিকোড ক্যারেক্টার ম্যাপিং পদ্ধতি আংশিক মানা হয়েছে। কিন্তু ইউনিকোড ক্যারেক্টার সেটের প্রয়োগ বর্তমানের প্রচলিত ট্রু টাইপ ফন্ট বা টিটিএফ-এ সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন ওপেন টাইপ ফন্ট বা ওটিএফ— যা উইন্ডোজ ২০০৩ ও পরবর্তী ভার্সনগুলো এবং কেবলমাত্র অফিস এক্সপি সাপোর্ট করে। ফলে এই মুহূর্তে আমাদের দেশে শতভাগ ইউনিকোড সাপোর্ট সবার প্রয়োজন না হলেও বাংলা কম্পিউটিংয়ের জন্য এটাই একমাত্র সমাধান।

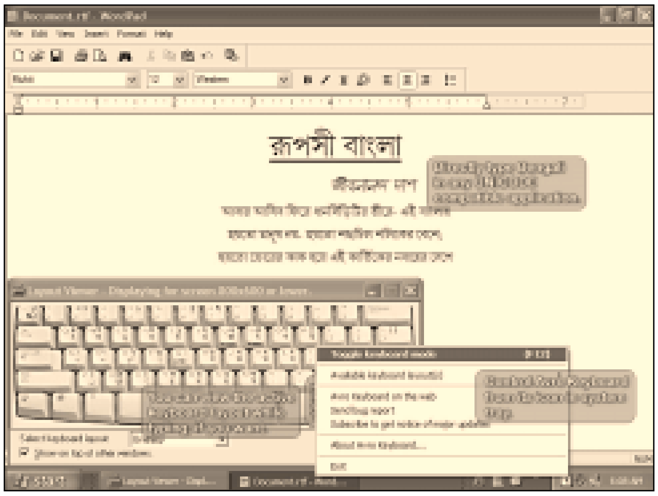

বর্তমান বাংলা সফটওয়্যারগুলোর অসম্পূর্ণতা

বর্তমানে আমাদের সফটওয়্যার বাজারে যে বাংলা সফটওয়্যার কিংবা কী-বোর্ড পাওয়া যায় তার লে-আউট শুধুমাত্র টাইপিংয়ের জন্য তথা প্রিন্ট মিডিয়ার প্রফেশনালদের জন্যই উপযুক্ত। কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক এই সফটওয়্যারগুলোর কোনোটিই বাংলা কম্পিউটিংয়ের উপযুক্ত নয়। অবশ্য মাঝে অনেকেই কী-বোর্ড প্রবর্তনকে পাশ কাটিয়ে উচ্চারণ ভিত্তিক ফোনেটিক সফটওয়্যারের প্রবর্তন করেছেন যা আংশিক সমাধান হলেও নিজেদের কী-বোর্ড না থাকাটা একটি দুর্বল দিক হিসেবেই বিবেচিত হয়। তাছাড়া অনেকগুলো সফটওয়্যারই শুধুমাত্র নিজস্ব কিছু ইন্টারফেসে কাজ করে যা কোনো কম্পিউটিং নয়। আবার কিছু সফটওয়্যার অন্যান্য সফটওয়্যারের ম্যাক্রো হিসেবে কাজ করে— যেটিও কোনো পূর্ণাঙ্গ সমাধান নয়। অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গ সমাধান দিতে সক্ষম এমন কিছু সফটওয়্যার আদৌ সম্পূর্ণরূপে ইউনিকোড সমর্থিত নয়। ফলে এতদিন ধরে প্রচলিত এতগুলো বাংলা সফটওয়্যার কিংবা কী-বোর্ড সবই রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ।

অভ্র কী-বোর্ড ইউনিকোড ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ বাংলা কী-বোর্ড

ইউনিকোডের সমস্ত নীতি মেনে তৈরি করা এক ফ্রিওয়্যার বাংলা কী-বোর্ড ইন্টারফেস হলো অভ্র কী-বোর্ড। এতে ইউনিকোডের সমস্ত শর্ত সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এতে ইউনিকোডের প্রাইভেট সেক্টরে কোনো যুক্তাক্ষর রাখা হয় নি, বরং যুক্তাক্ষরগুলো ইউনিকোড নীতি অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড গ্লিফ হিসেবেই তৈরি করা হয়েছে। ফলে অভ্র দিয়ে টাইপ করা সকল বর্ণ এবং যুক্তাক্ষরই ইউনিকোড সমর্থিত। বর্তমান সময়ের সমস্ত বাংলা ওটিএফ ফন্ট এবং ভবিষ্যতেও ইউনিকোডের নীতি মেনে যেসব বাংলা ওটিএফ ফন্ট আসবে— তার সবগুলোই অভ্র সাপোর্ট করবে। আর বর্তমানে প্রচলিত ওপেন সোর্সের প্রজেক্ট হিসেবে যে বাংলা

ফন্টগুলো রয়েছে তার সবই যুক্ত করা হয়েছে অভ্র কী-বোর্ডের সাথে।

কী করা যাবে অভ্র কী-বোর্ড দিয়ে ?

একটি সিস্টেম কী-বোর্ড যে কাজ করতে পারে— অভ্র কী-বোর্ডও তাই করবে। প্রতি কী-স্ট্রোকে বাংলা ইউনিকোড ক্যারেক্টার জেনারেট করবে এটি। ফলে ইউনিকোড সাপোর্ট করে এমন সব প্রোগ্রামেই কাজ করবে অভ্র কী-বোর্ড। আর ফন্ট ডেভেলপাররা বাংলা ওটিএফ তৈরির সময় এই কী-বোর্ডটি ব্যবহার করতে পারেন খুব সহজেই।

অভ্র কী-বোর্ড লে-আউট

অভ্র কী-বোর্ডের লে-আউট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবহারকারীদের পছন্দকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর তাই বহুল প্রচলিত বিজয় কী-বোর্ডের সেইসব পরিবর্তন সাধন করে এই কী-বোর্ড প্রণয়ন করা হয়েছে, যার ফলে বিজয় লে-আউটই পরিণত হয়েছে ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ডে। তাই অভ্র কী-বোর্ড ভার্সন ০.৮.৬ পর্যন্ত পরিচিত ছিল ইউনিবিজয় নামে। পরবর্তীতে ০.৯.০ ভার্সন থেকে প্রকল্পটি অভ্র কী-বোর্ড নামে পরিচালিত হলেও এর কী-বোর্ড লে-আউট এখনো ইউনিবিজয় নামেই পরিচিত। তাছাড়া এই সফটওয়্যারটিতে স্ক্রিন কালার চেকিং ফিচার থাকার ফলে বিভিন্ন ধরনের স্ক্রিনে প্রর্দশিত হবার সময় বাড়তি কোনো সমস্যা হয় না। পাশাপাশি উইন্ডোজ এক্সপির ক্ষুদ্র আইকনের বাগগুলো সমাধান করা হয়েছে এতে।

অভ্র পরিবার— অভ্র বাংলা

শুধুমাত্র কী-বোর্ড নিয়েই অভ্র নয়। অভ্র সফটওয়্যারটির রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার। যার মধ্যে অভ্র কী-বোর্ড, অভ্র ফোনেটিক্স, অভ্র মাউস রয়েছে।

১. অভ্র কী বোর্ড

এটি কী-বোর্ড লে-আউট ভিত্তিক বাংলা টাইপিং পদ্ধতি। এতে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় সব কী-বোর্ড লে-আউটই ব্যবহার করা যাবে। তবে গতানুগতিক কী-বোর্ড লে-আউটগুলোর চেয়ে কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য সংযোজন করে একে আলাদা করা হয়েছে। বাংলা টাইপিং-এর সময় সাধারণ টাইপিং ভুলগুলো এটি কী-বোর্ড লেভেলেই ধরতে পারে, এতে কী-বোর্ড লেভেলেই অটোকারেকশন করার ব্যবস্থা আছে এবং সর্বোপরি এটি কী-বোর্ড ম্যাক্রো সাপোর্ট করে, যার অর্থ আপনি কিছু শর্টকাট কী-তে বার বার টাইপ করতে হয় এমন কিছু (যেমন অফিসের ঠিকানা, আপনার টেক্সট সিগনেচার ইত্যাদি) রেখে দিতে পারবেন এবং সাহায্যে প্রতিটি বর্ণ টাইপ করার সাথে সাথে আপনি কাছাকাছি উচ্চারণের অন্য বর্ণগুলোর জন্য নির্দিষ্ট করা ইংরেজি অক্ষরগুলো জানতে পারবেন। সবচে' বড় কথা, এটি কোনো নির্দিষ্ট ওয়ার্ড প্রসেসরের জন্য নয়। ইউনিকোড সাপোর্ট করে এমন যে-কোনো ওয়ার্ড প্রসেসরে আপনি অভ্র ফোনেটিক্স ব্যবহার করতে পারবেন।

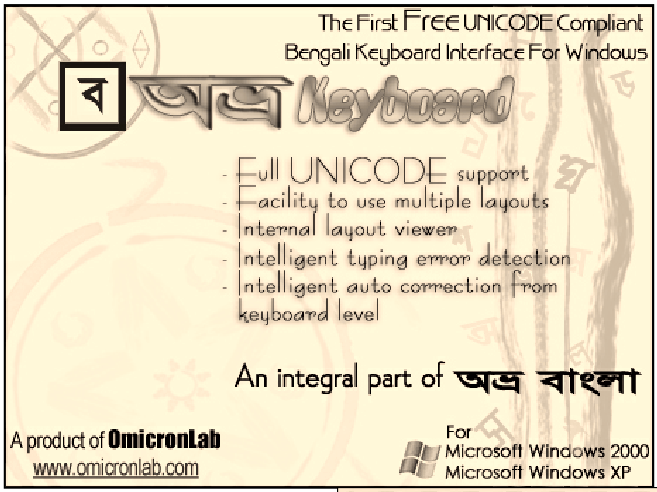

ব্যবহার করতে পারবেন। এই সব ফিচার কাস্টোমাইজেবল এবং আপনি যদি চান তো এই এডভান্স ফিচারগুলো বন্ধও রাখতে পারবেন।

২. অভ্র ফোনেটিক্স

এটি উচ্চারণ ভিত্তিক টাইপিং পদ্ধতি। অভ্র বাংলায় আর্কিটেকচারগত দিক দিয়ে সবচে' জটিল অংশ এটি, তবে এর ব্যবহার সবচে' সহজ। কেননা এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সবচে' সহজ বর্ণান্তর পদ্ধতি। টাইপ করতে থাকা অবস্থাতেই আপনি বাংলা শব্দের প্রিভিউ দেখতে পারবেন এবং Space/Enter/Tab ইত্যাদি Key চাপার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দটি ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তরিত হবে। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় যুক্তাক্ষর পদ্ধতি যার সাহায্যে এটি নিজেই বুঝতে পারে একই উচ্চারণের কোন শব্দে যুক্তাক্ষর হবে, কোনটিতে হবে না (যেমন আপনি যদি আতরাফ লিখতে চান তবে উচ্চরণ অনুযায়ী এটি আত্রাফ কখনো হবে না। যেমনটি হবে আত্রাই-তে)। এতে ডাইনামিক হেল্প সংযোজন করা হয়েছে যার

৩. অভ্র মাউস

কম্পিউটারে বাংলা লেখার আরেকটি পদ্ধতি এটি। কোনো কী-বোর্ড লে-আউট বা অভ্র ফোনেটিক্স-এর বর্ণান্তর পদ্ধতি না জেনেও আপনি সরাসরি আপনার মাউস ব্যবহার করে বাংলা লিখতে পারবেন। ডকুমেন্ট লিখতে অসংখ্য ক্লিক করা যাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর একটি কাজ, তাদের জন্য সুসংবাদ হচ্ছে মাউসে একটি ক্লিক না করেও আপনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বাংলা লিখতে পারবেন। এক হাতে মাউস ধরে নির্দিষ্ট বর্ণের উপর নিয়ে যান এবং কী-বোর্ড Ctrl Key চাপুন। বাংলা লেখা হতে থাকবে মাউসে কোনো ক্লিক ছাড়াই। Windows XP-এর On-Screen Keyboard যারা ব্যবহার করেছেন তারা ব্যাপারটি সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন, তবে অভ্র মাউসে এটি করা হয়েছে আরো সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে।

অভ্র বাংলার কারিগরি খুঁটিনাটি

অভ্র বাংলার আর্কিটেকচার ডিজাইন, প্ল্যান, এলগোরিদম প্রভৃতি সকল প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ। তবে বেসিক ফাংশনালিটিসহ (এডভান্স ফিচারগুলো বাদে) অভ্র কী-বোর্ড বেটা-4 ভার্সনটি এখনই ইন্টারনেটে ডাউনলোডের জন্য পাওয়া যাচ্ছে। অসংখ্য বিজয় কী-বোর্ড ব্যবহারকারীর কথা চিন্তা করে এতে প্রথমে বিজয় কী-বোর্ড লে-আউটের সামান্য পরিমার্জিত সংস্করণ ইউনিবিজয় কী-বোর্ড লে-আউট দেয়া হয়েছে। যেহেতু এটি বিজয় কী-বোর্ডের পরিবর্তিত সংস্করণ তাই এটি ব্যবহারে কপিরাইট আইনগত কোনো সমস্যা নেই। আবার পরিবর্তনও করা হয়েছে সামান্য ও যৌক্তিকভাবে, যাতে পুরাতন ব্যবহারকারীদের কোনো সমস্যা না হয়। সফটওয়্যারটি এখনই পরিপূর্ণভাবে ইউনিকোড সমর্থন করে। এই বেটা ভার্সনটি শুধুমাত্র Windows XP ও Windows

2000-এর জন্য তৈরি। পরবর্তীতে এতে Windows 9X-এর জন্য সাপোর্ট রাখা হবে।

ইউনিকোড সংক্রান্ত কিছু সমস্যা

ইউনিকোডের বয়স খুব কম না হলেও এর ব্যাপক প্রয়োগ খুব বেশি দিন হলো শুরু হয় নি। ব্যবহারকারীরা এক্ষেত্রে প্রথমেই যে সমস্যায় পড়েন সেটি হলো সফটওয়্যারগুলোতে ইউনিকোডের জন্য প্রয়োজনীয় সাপোর্টের অভাব। প্রিন্টিং মিডিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যারে (যেমন ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, পেইজ মেকার) এখনো ইউনিকোডের সাপোর্ট নেই। আবার ইউনিকোড সাপোর্ট আছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা লিখতে সমস্যা করতে পারে এমন দুটি সফটওয়্যার হলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সপি এবং ওয়ার্ড প্যাড। ওয়ার্ড এক্সপিতে কাজ করার সময়

ব্যবহারকারীরা প্রথমেই যে সমস্যায় পড়তে পারেন সেটা হলো টুলবার থেকে ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ফন্টগুলো সিলেক্ট করতে না পারা। সেক্ষেত্রে সমাধান হচ্ছে Format মেনুর ফন্ট কমান্ড থেকে বাংলা ফন্ট সিলেক্ট করে কাজ করতে হবে। আবার ওয়ার্ড প্যাডে বাংলা গ্লিফস কাজ করে না যতক্ষণ আপনি এতে দাঁড়ি (ইউনিকোড পরিভাষায় দেবনাগরী ডাণ্ডা) না বসাবেন। তবে এ সব সমস্যাগুলো খুবই সাময়িক। সফটওয়্যার ভেন্ডরগুলো খুব দ্রুত কাজ করছে এসব বাগ দূর করে পুরোপুরি ইউনিকোড সাপোর্ট দিতে। অভ্র কী-বোর্ডের ট্রাবলশুটিং গাইডে ব্যবহারকারীরা এ ধরনের আরো কিছু সমস্যার বিবরণ ও সমাধানের উপায় পাবেন।

আড়ালের প্রতিভা

অভ্র কী-বোর্ডের মতো যুগোপযোগী এই বাংলা সফটওয়্যারটি তৈরির মূল নায়ক মেহেদী হাসান। পেশায় ছাত্র। ২০০১ সালে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ থেকে এসএসসি পাস করে বর্তমানে নটরডেম কলেজের ছাত্র। এ বছরই এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে মেহেদী। মাত্র ১৮ বছর বয়সী মেহেদীর কম্পিউটারে হাতেখড়ি হয় ক্লাস নাইনে থাকা অবস্থায়। মূলত সবার মুখে অত্যাশ্চর্য বস্তু কম্পিউটারের গুণকীর্তন শুনেই এর প্রতি আগ্রহী হয় সে। সবসময়ই নতুন কিছু করতে চাওয়া মেহেদী ক্লাস টেনে থাকতেই প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। সহজ বলে ভিজ্যুয়াল বেসিক ব্যবহার করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে মেহেদী। পাশাপাশি ডেলফিও ব্যবহার করে খুব প্রয়োজন পড়লে। এ বছরের শুরুতে ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একুশের বইমেলায় বায়োসের স্টল থেকেই বাংলা কম্পিউটিং সম্পর্কে প্রথম ধারণা পায় মেহেদী। পরবর্তীতে পত্র-পত্রিকা থেকে বায়োসের কাজ সম্পর্কে জেনে নিজেও প্রিয় অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজেও এ ধরনের কিছু করতে আগ্রহী হয়। ইন্টারনেট ঘেঁটে যখন মেহেদী আবিষ্কার করে সত্যিকার অর্থে উইন্ডোজের জন্য ইউনিকোড ভিত্তিক কোনো কী-বোর্ড নেই, তখনই মেহেদীর উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়। মাত্র দেড় মাসেই মেহেদী ইউনিবিজয় নামে প্রথম ভার্সনটি ইন্টারনেটে ফ্রিওয়্যার হিসেবে ছেড়ে দেয়। নিজের ভবিষ্যৎ কম্পিউটার কোম্পানি ওমিক্রণ ল্যাবের নামে ইন্টারনেটের নিজস্ব সাইটে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রেখে বিশ্বের সমস্ত সার্চ ইঞ্জিনে ইউনিবিজয়ের কথা প্রচার করে মেহেদী। প্রথম ভার্সনটি ডেভেলপের ক্ষেত্রে ডটনেট ফ্রেমওয়ার্ক ও ভিজ্যুয়াল বেসিক ডট নেট ব্যবহার করেছিল মেহেদী। কিন্তু সাধারণ বাংলাদেশী ইউজারদের মধ্যে ডটনেটের তেমন প্রচলন নেই বলে অচিরেই নতুন ভার্সন ০.৮.৫ তৈরি করে মেহেদী। তাছাড়া নতুন ভার্সনটি ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়া তৈরি করতে হয়েছে বলে এটি আগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পাশাপাশি আকর্ষণীয় ইন্সটলার, কী-বোর্ড লে-আউট, ডকুমেন্ট, ট্রাবলশুটিং গাইড ও ফন্টসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ হিসেবে তৈরি হয় এই ভার্সনটি। পরবর্তীতে জটিলতা এড়াতে ০.৯.০ ভার্সনে নাম বদলে নতুন নাম করা হয় অভ্র কী-বোর্ড।

বাংলাদেশে সফটওয়্যার কিনে ব্যবহার করার প্রবণতা নেই বলে প্রথম থেকেই অভ্র কী-বোর্ডটিকে ফ্রিওয়্যার হিসেবে রিলিজ দিয়েছে মেহেদী। এ ধরনের একটি সফটওয়্যার তৈরির জন্য এমএসডিএন লাইব্রেরি নিয়ে রাতদিন পড়াশোনা করতে হয়েছে মেহেদীকে। ফলে বাসার অন্যান্যদের চোখ রাঙানিও সহ্য করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী-বোর্ডটিকে মোটামুটিভাবে বাগ ফ্রি ভাবে তৈরি করতে পেরেছে বলে বেশ খুশি মেহেদী।

অভ্র বাংলার সাফল্য

ইতোমধ্যেই 'মুক্ত বাংলা ফন্ট' প্রজেক্টের' সবাই অভ্রের সাবস্ক্রিপশন সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং অনেকেই এই কী-বোর্ড ব্যবহার করছে— যা অভ্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দেয়। সেই সাথে ডেনমার্কের ২ জন, কানাডার ২৭ জনসহ অলট্রইটসের এডমিনিস্ট্রেটর রবিন আপটন অভ্রের বিটা টেস্টার হিসেবে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আপাতত এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে খানিকটা ব্যস্ত মেহেদী। পরীক্ষা শেষ হলেই পূর্ণাঙ্গভাবে অভ্র বাংলা (অভ্র ফোনেটিক্স ও অভ্র মাউসসহ) তৈরিতে মনোনিবেশ করবে মেহেদী। আর সবকিছু ঠিকঠাকমতো চললে এবছরই ১৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে অভ্র বাংলা। পাশাপাশি নিজেকে একজন সফল ও প্রতিষ্ঠিত প্রোগ্রামার হিসেবে দেখতে চায় মেহেদী। আর তাই এইচএসসি'র পর সেভাবেই পড়াশোনা করতে চায় সে।

সতর্কতা

কিছু কিছু বাংলা লেখার সফটওয়্যার এখন বাজারে অথবা ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো নিজেদের ইউনিকোড সমর্থিত বলে দাবি করছে। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমরা লক্ষ করেছি যে পুরো ব্যাপারটা লোক ঠকানোর কায়দা ছাড়া আর কিছুই না। এই সফটওয়্যারগুলো কখনোই ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড পুরোপুরি মেনে চলে না। কোনো সফটওয়্যার সম্পূর্ণভাবে ইউনিকোড সমর্থন করে কিনা তা আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড চালু করুন, বাংলা সফটওয়্যারটির সাথে যে ফন্ট এর ভেন্ডর সাপ্লাই করেছে সেটি সিলেক্ট করুন, এবার অভ্র-কী-বোর্ড দিয়ে বাংলা লিখতে চেষ্টা করুন, মূলবর্ণ থেকে শুরু করে যুক্তাক্ষর যদি ঠিকভাবে লেখা হয় তবে বুঝবেন ফন্টটি ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ যে সফটওয়্যারটির সাথে এটি এসেছে সেটি পুরোপুরি ইউনিকোড সাপোর্ট করে। এখানে উল্লেখ্য যে, পুরোপুরি ইউনিকোড সাপোর্ট করে বলে অভ্র বাংলা বা এর যে-কোনো অংশ (অভ্র কী-বোর্ড, ফোনেটিক্স, মাউস) যে-কোনো ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ফন্টের সাথে কম্পাটিবল।

ওয়েব এড্রেস

অভ্র বাংলা :
http://www.omicronlab.com/avrobangla/

অভ্র কী-বোর্ড :
http://www.omicronlab.com/avrokeyboard/

ই-মেইল
info@omicronlab.com
omicronlab@hotmail.com

অন্যান্য :

ইউনিকোড :
http://www.unicode.org

ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি বাংলা ফন্ট :
http://www.nongnu.org/freebangfont/

ওপেন টাইপ ফন্ট ইনফরমেশন :
www.micorsoft.com/typography/

শেষের কথা

ফোনেটিক ও ইউনিকোডের সমস্ত শর্ত পূরণ করে দেশের প্রথম উইন্ডোজভিত্তিক বাংলা কী-বোর্ড তৈরি করে তরুণ মেহেদী এটাই প্রমাণ করেছে যে, আমাদের তরুণেরা কতদূর যেতে পারে। পাশাপাশি দেশ ও ভাষার প্রতি তাদের আন্তরিকতাও ফুটে ওঠে এতে। সর্বোপরি, কুক্ষিগত করে না রেখে ফ্রিওয়্যার হিসেবে সফটওয়্যারটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে সে তার উদারতারও স্বাক্ষর রাখে। আর এখানেই জাতি হিসেবে মেহেদীকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। পাশাপাশি এই আশাও করতে পারি— কালের স্রোতে এ ধরনের প্রতিভা হারিয়ে যাবে না।

▮ মোঃ মারুফ হোসেন